পদ্মা সেতু প্রকল্প বাতিল সংক্রান্ত প্রশ্ন-উত্তর

বিশ্ব ব্যাংক কি তদন্তের ফলাফল সরকারকে জানিয়েছে?

আমাদের নিজস্ব নীতি অনুসারে বিশ্ব ব্যাংক ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে দুটি তদন্তের তথ্য প্রমাণ প্রদান করেছে। আমরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টির পূর্ণ তদন্ত করতে এবং যথাযথ বিবেচিত হলে দুর্নীতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলাম।

বিশ্ব ব্যাংকের সরকারের কাছে দেওয়া রেফারেল রিপোর্টে কি ছিলো?

সরকারের কাছে রেফারেল রিপোর্ট প্রদানের লক্ষ্য ছিল যথাযথ জাতীয় সংস্থার মাধ্যমে দুর্নীতির বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সম্পর্কে একটি জোরালো তদন্ত শুরূ করা। বিশ্ব ব্যাংকের স্বাধীন ইন্টিগ্রিটি ভাইস প্রেসিডেন্টসি দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করে দেখে যে ব্যাংকের দুর্নীতি বিরোধী দিকনির্দেশনা লংঘিত হয়েছে কিনা এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত করার জন্য যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ রয়েছে কিনা। বিশ্ব ব্যাংক নিজে কোন অপরাধ তদন্ত করে না বা পরবর্তী করনীয় নির্ধারন করে না । এটি সম্পূর্নরূপে বাংলাদেশী আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের বিবেচ্য।।

বিশ্ব ব্যাংক সরকারকে দেওয়া এই রিপোর্টগুলো কেন প্রকাশ করছে না?

বিশ্ব ব্যাংক ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ও ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সরকারের কাছে পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির প্রমাণ পেশ করেছে। এসব সুপারিশমূলক রিপোর্টের গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারসহ প্রত্যেক সদস্য দেশের কাছে বিশ্ব ব্যাংকের দায়বদ্ধতা রয়েছে। তবে, বাংলাদেশ সরকার এই সকল রিপোর্ট ও চিঠিসমূহ চাইলে প্রকাশ করতে পারে। আপনারা সরকারকে স্বচ্ছতার রড়্যার স্বার্থে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করতে পারেন ।

বিশ্ব ব্যাংক কি কি প্রস্তাব দিয়েছিলো? সরকার এর কোনটিতে কি সম্মত হয়েছিলো?

বিশ্ব ব্যাংক পরামর্শ দিয়েছিল যে সরকার চারটি পদড়্যোপ নিতে পারে। কিন্তু সরকার চারটির মধ্যে দুটিতে রাজী হননি । প্রথমত দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) একটি বিশেষ যৌথ তদন্ত ও বিচারিক টিম গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, যাতে দুদক সম্মতি দিয়েছিলো। দ্বিতীয়ত: সরকার একটি বিকল্প প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছিল যেখানে সহযোগী অর্থায়নকারীদের জন্য ক্রয় প্রক্রিয়ায় অধিকতর তদারকীর সুযোগ ছিল। তৃতীয়ত: দুদককে বিশ্ব ব্যাংকের তত্বাবধানে একটি বাইরের প্যানেলের কাছে তথ্য দেয়ার এবং প্যানেলকে তদন্ত প্রক্রিয়ার পর্যাপ্ততা মূল্যায়নের সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দুদক বাইরের প্যানেলের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করার কোন আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক রাখার বিষয়টি মেনে নেয়নি। সবশেষে, সরকার বাংলাদেশী আইনের আওতায় থাকা সতেও তদন্ত চলাকালে সরকারী দায়িত্ব পালন থেকে সরকারী ব্যক্তি বর্গ (আমলা ও রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত) ছুটি দিতে রাজী হননি। চারটি ব্যবস্থার মধ্যে দু'টি বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছুতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে বিশ্ব ব্যাংকের সেতুর জন্য সহায়তা বাতিল করা ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না।

বিশ্ব ব্যাংকের প্রস্তাবগুলো কি বাংলাদেশের আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন?

বিশ্ব ব্যাংকের অনুরোধকৃত সকল পদক্ষেপ এবং দূর্নীতির অভিযোগ সম্পূর্নরূপে বাংলাদেশী আইন ও রীতি নীতির ও বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন।

কোথাও কোথাও সরকারী কর্মকর্তাদের বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে প্রাক-যোগ্যতা বাছাই-এর সময় বিশ্ব ব্যাংক একটি চীনা প্রতিষ্ঠানকে পক্ষপাত করায় সরকারের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে যার ফলে প্রকল্পটি বাতিল হয়।

এটি একেবারেই সত্য নয়। বিশ্ব ব্যাংক কোন প্রতিষ্ঠানকেই বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শণ করেনা। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে আমরা যখন ক্রয় প্রক্রিয়া তদারক করি, তখন এটি সরকারের দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সময় সেটি সক্ষম কিনা আর কারা সক্ষম না তা মূল্যায়নের নায্যতা প্রদান করা। বিশেষ করে পদ্মা সেতুর মত বিলিয়ণ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়া প্রকল্পের ক্ষেত্রে, কেন প্রতিটি ফার্ম বিড করার যোগ্য অথবা তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ব্যাখ্যা প্রদান করা বিশেষভাবে গুরন্নত্বপূর্ন। এই ক্ষেত্রে সেতু বিভাগ চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কপোরেশনকে যথেষ্ট তথ্যাদি ছাড়াই প্রাকযোগ্যতা থেকে বাদ দিয়েছিলো। বিশব্যাংক বাদ দেয়ার জন্য সেতু কর্তৃপক্ষকে আরো তথ্য চাইতে ও প্রয়োজনীয় যর্থাথতা প্রদানে অনুরোধ করে । যখন এই তথ্য দেয়া হয়েছে, তখন বিশ্ব ব্যাংক এই প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিতে সরকারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্মত হয়েছে। এই বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের কোন দ্বিমত নেই এবং বিশ্ব ব্যাংক বরাবরই নিরপেক্ষা থেকেছে।

বিশ্ব ব্যাংক কেন চুক্তির কার্যকর হবার মেয়াদ একমাস বাকী থাকতেই প্রকল্পটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল?

বিশ্ব ব্যাংক প্রায় এক বছর ধরে সরকারের সাথে আলোচনা করেছে এবং সরকারের কাছ থেকে দূর্নীতির প্রমানকে সম্বোধোন করার ব্যপারে ইতিবাচক সাড়ার পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছে। দু:খজনক যে সরকার প্রায় নয় মাসেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি । পদ্মা সেতুর সম্ভাবনা এবং জনজীবনে এর গুরত্বের কথা বিবেচনা করে বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পটি বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত চেষ্ঠা চালিয়ে গেছে। কোন উপায় বের করবার জন্য জরন্নরী ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংক ঢাকায় একটি উচ্চ পর্যায়ের দল পাঠিয়েছিল। কয়েকদিনের আলোচনার পর, ৪টি প্রস্তাবের ২ টির ব্যাপারে সরকারের দিক হতে করা সম্ভব নয় জানানোর পর বিশ্ব ব্যাংক ঋণ বাতিলের কঠিন সিদ্ধান্তটি নিতে বাধ্য হয়।

উচ্চ পর্যায়ের একজন সরকারী কর্মকর্তা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের বিদায়ী প্রেসিডেন্টের শেষ কার্যদিবসে বাতিল হয়েছে এবং বিশ্ব ব্যাংকের দেওয়া বিবৃতিটি প্রতিষ্ঠানে নয় বরং তার ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিফলন।

বিশ্ব ব্যাংকের সকল সিদ্ধান্তই প্রাতিষ্ঠানিক, কোনটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এটি বিশ্ব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত ছিলো, কারও একক সিদ্ধান্ত নয়। এবং সরকারের দুর্নীতি মোকাবিলা করার সদিচ্ছার অভাব এই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনগনের জন্য যেমন দু:খজনক তেমনি দু:খজনক বিশ্ব ব্যাংকের জন্যও, বিশেষ করে বাংলাদেশের সাথে ব্যাংকের দীর্ঘ সম্পর্কের আঙ্গিকে, যে অংশীদারিত্ব বাংলাদেশের প্রায় জন্মের পর হতেই চলমান। পদ্মা সেতুর মতো গুরন্নত্বপূর্ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত থাকতে না পারা বিশ্ব ব্যাংকের জন্যও সমান দু:খ্যজনক।

বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের প্রদেয় ঋণের সুদ কত?

বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গসংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (আইডিএ) হতে সুদ মুক্ত ঋণ গ্রহন করে। প্রাপ্ত সুদ-মুক্ত ঋণের মেয়াদ ১০ বছরের রেয়াতসহ ৪০ বছর এবং সার্ভিস চার্জ ০.৭৫% প্রযোজ্য। ১১ তম হতে ২০ তম বছরের মধ্যে প্রতি বছর ঋণকৃত পরিমানের শতকরা ২ ভাগ শোধ করতে হয়। এবং বাকী ২০ বছরে প্রতি বছর আসলের শতকরা ৪ ভাগ শোধ করতে হয়।

একই ধরণের ঘটনায় বাংলাদেশকে কি অন্য দেশ হতে ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মখীন হতে হচ্ছে?

না। এই ধরনের ঘটনা যে কোন দেশে হলেই একই ধরনের পরিনাম হতো।

প্রকল্প বাতিল কি বিশ্ব ব্যাংকের চলমান কার্যক্রমকে ব্যহত করবে?

পদ্মা সেতু প্রকল্পের ঋণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত্ম বাংলাদেশের জন্য সহায়তা প্রদানের ড়্রোত্রে বিশ্ব ব্যাংকের ব্যাপক কর্মসূচির ওপর কোন সরাসরি প্রভাব রাখবে না এবং বাংলাদেশের সরকার ও স্থানীয় জনসাধারনের সাথে জনজীবনের উন্নয়নে আমরা ঘনিষ্টভাবে কাজ করবে। বর্তমানে **বিশ্ব ব্যাংকের ৪.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৩০টির বেশী প্রকল্প চলমান রয়েছে যা বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।** বিশ্ব ব্যাংক গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে দ্রন্নত প্রবৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক কল্যাণ সাধন, এবং দারিদ্র্য বিমোচন খাতে উলেস্নখযোগ্য অবদান রাখতে পেরে খুবই গর্বিত। আমাদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা তৈরী পোষাক শিল্প খাতে সর্বাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লড়্যে রপ্তানী বাজার উদারীকরণ, দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলে পাঠানোর নিশ্চিত করার জন্য বৃত্তি প্রদান এবং বাংলাদেশের প্রত্যন্ত্ম অঞ্চলে জীবন ও জীবিকায় পরিবর্তন ঘটাতে গ্রামগুলোতে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করতে অবদান রেখেছে। গত অর্থ বছরে যা জুন ২০১২ শেষ হয়েছে **বিশ ব্যাংক ৮৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশী** ঋণ **সাহায্য করেছে।**

বাতিল সিদ্ধান্ত্ম পূর্নবিবেচনার কোন অবকাশ কি আছে?

অন্যান্য দেশে বাতিলকৃত ঋণ পুনরায় চালু করার ড়্রোত্রে বিশ্ব ব্যাংকের মাত্র কয়েকটি নজির রয়েছে। এটি টেকনিকালি অসম্ভব নয়।

তবে এই ড়্রোত্রে সিদ্ধান্ত্ম পুন:বিবেচনার খুব সীমিত সুযোগ রয়েছে। কারণ, প্রস্ত্মাবিত চারটির মধ্যে দুটি পদড়্রোপে ব্যাপক আলোচনার পরও সরকার ইতিবাচক সাড়া দিতে পারেননি। সুষ্ঠ ও অবাধ তদন্ত্ম পরিচালনার জন্য এই পদড়্রোপগুলো জরূরী ছিলো।

এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা। এই সেতুটি বাংলাদেশের দড়িাণপশ্চিমাঞ্চল ও সারা দেশের প্রবৃদ্ধি জোরদার ও জীবন যাত্রার পরিবর্তনের জন্য বিশেষ সম্ভাবনাময় ছিলো। । বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে এবং দারিদ্র্য কাটিয়ে ওঠতে এবং সুশাসণের ভিত্তির ওপর একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ।